মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ডিক্লিয়ার বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি, আদর্শ ও সংহতির পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. হুজাইফাকে (ডিক্লিয়ার) প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এমপি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বহিষ্কৃত এই নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল বহন করবে না। একই সঙ্গে যুবদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তাকে সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে

“জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে” এ মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, জুলাই সনদ নিজেই স্বতন্ত্র, স্বকীয় ও কার্যকর। এর বাস্তবায়নের সঙ্গে গণভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমান সংসদই জুলাই সনদ কার্যকর করতে পারবে। তাই সনদ বাস্তবায়ন গণভোটের ওপর নির্ভরশীল নয় এ বিষয়টি সংসদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধাওড়া গ্রামে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জুলাই সনদকে হৃদয়ে ও চেতনায় ধারণ করে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার রক্তের অক্ষরে এই সনদ লেখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই যারা বলছেন, গণভোট বাতিল হলে জুলাই সনদ বাতিল হবে, তা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য।

বিরোধী দলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “জুলাই গণভোট অধ্যাদেশও রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত। অথচ তারা রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় বয়কট করেছেন, আবার সেই ভাষণ নিয়ে আলোচনা করতে চান। এটি দ্বিচারিতা।”

আইনমন্ত্রী বলেন, জুলাই সনদের ২২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে স্বাক্ষরকারী দলগুলোকে কমপক্ষে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। বিএনপি এ ক্ষেত্রে প্রায় ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী দিয়েছে, যদিও পুরোপুরি তা অর্জন করতে পারেনি।

জ্বালানি তেলের সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে তেল মজুদ করছে। সরকার এতদিন নমনীয় অবস্থানে থাকলেও প্রয়োজনে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তিনি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “অস্থিতিশীলতা রোধে সকলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।”

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা, সদরপুর এলাকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে শফিকুল ইসলাম আজম (৫২) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সদর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্বৃত্তদের ফেলে যাওয়া তিন রাউন্ড গুলি, ম্যাগাজিন ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে।

রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের সদরপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
শফিকুল ইসলাম ওই ইউনিয়নের বিলআমলা গ্রামের মৃত আবুল মণ্ডলের ছেলে। তিনি আমলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় শফিকুল ইসলাম সদরপুর বাজারে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন তাঁকে প্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে ডেকে নেয়। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কুষ্টিয়ার সহকারী পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) মুহাম্মদ মাহমুদুল হক মজুমদার বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থল থেকে তিন রাউন্ড গুলি ও ম্যাগাজিন জব্দ করা হয়েছে।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, ডান চোখ, বাম চোয়াল ও পেটের ওপর গুলি করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, পেটে লাগা গুলি ভেতরের রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যার কারণে

প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার গোপীবল্লভপুর গ্রামের যুবলীগ নেতা টুটুল আর নেই

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোপীবল্লভপুর গ্রামের টুটুল হোসেন আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের গোপীবল্লভপুর গ্রামের সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত গোপাল দফাদারের ছেলে টুটুল হোসেন আওয়ামী যুবলীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

তিনি আজ ২৯ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় স্ট্রোকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

আগামীকাল ৩০ মার্চ সোমবার বেলা ১২টায় গ্রামের কবরস্থানে নামাজে জানাজা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতা দিবস

উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির আয়োজনে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক আলহাজ জাবেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।

র্যালিটি কেদারগঞ্জ বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চার রাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মশিউর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে এবং তার নেতৃত্বে ৯ মাস যুদ্ধ করে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা আমাদের জাতির গৌরব ও আত্মত্যাগের প্রতীক।

তিনি আরও বলেন, শহীদদের এই ত্যাগের চেতনা ধারণ করে দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল জনগণের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর

রশিদ, যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, তারেয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা জাসাসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলালসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জেলা বিএনপির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকাল ১১টায় জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শহরের পাথর গেট থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রাটি শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পৌঁছায়।

সেখানে দলীয় নেতাকর্মীরা শহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

প্রথমে জেলা বিএনপি, সদর উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি তারপর জেলা মহিলা দলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে একে একে বিএনপির সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “মহান স্বাধীনতা আমাদের জাতির

গৌরবের অর্জন। শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।”

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে হলে গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নই আমাদের মূল লক্ষ্য।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইহান উদ্দিন মনা, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, সাবেক সদস্য মীর গোলাম ফারুক, সাবেক পিপি ও জেলা বিএনপির সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসিম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকাবিল্লাহসহ অনেকে।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষকদলের নেতা নিহতের ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু উপজেলা বিএনপি উদ্যোগে হরিণাকুণ্ডুতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবেশে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন কাসেম হত্যা সাথে জড়িত জামায়াতের নেতা-কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এদিকে কাশেমের মৃত্যুর খবর শুনার সাথে সাথে বুধবার রাতেই জামায়াতের নেতা কর্মীদের দুইটি দোকানসহ অন্তত ০৮/ ১০টি বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায় বিএনপির কর্মী সমর্থকরা।

এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে উপজেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনেন আয়োজ করে। সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুল হোসেন বলেন গত কাল বুধবার ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসের মন্তব্য কে কেন্দ্র করে জামায়াত এবং বিএনপির কর্মীদের মধ্যে বাক বিতন্ডার তৈরি হয় এক পর্যায়ে বিএনপি কর্মীরা জামায়াতের কর্মীদের গায়ে হাত দিলে তারা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার মধ্যে আবুল কাশেম দুর থেকে দড়িয়ে এসে এই ঘটনা ঠেকানোর চেষ্টা করে ব্যার্থ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হাসপতালে আনার পথে ষ্ট্রোক জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করে। তার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। এই মৃত্যুতে জামায়াত শোক প্রকাশ করেছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা জামায়াতের ৮ নেতা কর্মীর বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটায়।

এতে কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল আজিজ তার বড় ভাই মেশাররফ হোসেন, নায়েব আলী, আবুল কালাম আজাদ, মাসুদুর রহমান, মিটুল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, মতিয়ার রহমান লিটন ও মাজিজ মন্ডলসহ অনেকের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এরমধ্যে জামায়াত নেতা মোস্তফা, মিটুল, আজিজ ও মতিয়ার রহমানের বাড়ি, দোকান ও খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে রাতেই ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

মতিয়ার রহমান লিটন নামে এক জামায়াত সমর্থক দাবি করেন, বুধবার সংঘর্ষ নিহত হবার পর রাত ১১ টার দিকে তাদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। অথচ তিনি সংঘর্ষের সময় বাড়িতে ছিলেন না, কিছুই জানেন না।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে নিহতের ছেলে মেহেদি হাসান ১২ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ১৩ জনকে আসামী করে হরিণাকুণ্ডু থানায় হত্যা মামলা দিয়েছে। তবে পুলিশ এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাসের কমেন্ট করাকে কেন্দ্র করে নিহত কৃষকদল নেতা ও তার চাচা নাজের আলী, বিএনপি সমর্থক মন্টু, এনামুল ও সেলিমসহ কয়েকজনের সাথে জামায়াত নেতা রিমন হোসেন ও আব্দুল আজিজের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়।

এ নিয়ে বুধবার (২৫ মার্চ) রাতে ফের তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও

ধাক্কাধাক্কি হয় এবং এক পর্যায়ে একটি চায়ের দোকানে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের এক প্রত্যক্ষদর্শী এনামুল হক জানান, উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের একপর্যায়ে আবুল কাসেম মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।

বাহারন নামে ওই গ্রামের এক নারী জানান, কাসেমকে কেউ মারেনি লোকজনের মারামারি দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে পরে হার্ট এ্যটাকে তার মৃত্যু হয়েছে। এঘটনায় তাদের বাড়িতে হামলা করে তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে বিএনপির লোকজন।

উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সাইদুর রহমান বিটু জানান, বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আবুল কাশেমকে জামায়াত সমর্থিত লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেণ। কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরাফুদ্দৌলা ঝন্টু জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তবে পরিবারটি বিএনপি জামায়াতে বিভক্ত। রাতে এ ঘটনার জেরে অনেকের বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ফ্যাসিস্ট আ’লীগকে সঙ্গে নিয়ে একের পর এক বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা করছে। এটা ভালো লক্ষন নয়। এভাবে চলতে থাকলে বিএনপি ঘরে বসে থাকবে না। তিনি এ হত্যার বিচার দাবী করেন।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া হাসান বৃহস্পতিবার দুপুরে জানান,নিহতের ছেলে বাদি হয়ে ১৪জনের নামে মামলা করেছে। রাতেই কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও টহলে ছিল। একটা রান্নাঘরে সামান্য একটু আগুন দিয়েছে বড় কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বর্তমানে ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

# ( ABCD)

গঠন নয়, বরং এটি সমাজে ক্ষমতা, সম্পদ, নীতি এবং শাসন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার একটি সুসংগঠিত কাঠামো তৈরি করে।

রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল প্রক্রিয়া, যা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, সরকার গঠন, এবং জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়ম এবং নীতি তৈরি করে, যার মাধ্যমে জনগণের অধিকার রক্ষা এবং দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। রাজনীতি সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং জাতি বা দেশের কল্যাণে অবদান রাখে।

রাজনীতি চর্চার জন্য প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক দলের। একটা রাজনৈতিক দলের যেমন থাকে সমর্থক, তেমনি থাকে তাদের কর্মী ও নেতৃত্বের জন্য নেতা। আর প্রত্যেকে মানুষ ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের হতে হয় রাজনৈতিক সচেতন। কারণ রাজনীতি উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র, দেশ সমাজ ও নাগরিকদের ভাগ্য। একটি গনতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মানের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের মান তেমনি দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মানের উপর নির্ভর করে সেই রাজনৈতিক দলের মান।

রাজনৈতিক সচেতনতা আর রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হওয়াটা এক বিষয় নয়।

অবশ্যই প্রত্যেক নাগরিককে রাজনৈতিক সচেতন হতে হবে। কিন্তু নেতা বা কর্মী হতে হলে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের যোগ্যতা থাকতেই হবে।

নেতৃত্বের যোগ্যতা একটা নানান গুনের প্যাকেজ, শুধুমাত্র ত্যাগ শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা যায় না। মাল মসলা অনেক কিছু লাগে। আদর্শ থাকা লাগে, স্বপ্ন থাকা লাগে, দেশপ্রেম থাকা লাগে, পরিশ্রম যাকে আমরা ত্যাগ বলি সেটা মাস্ট থাকা লাগে, সততা লাগে, লাগে শিক্ষা, মধুর ব্যবহার, বাচনভঙ্গি ও অন্যেদের ইম্প্রেস করার শক্তি, লাগে অর্থের যোগানও। সব মিলিয়ে নেতৃত্ব দেয়ার সকল গুণাবলি।

জ্ঞানহীন পেশাহীন ব্যক্তির হাতে রাজনীতি কখনোই নিরাপদ নয়। যার নিজের কোন পেশা নেই, তার আয়ের উৎস কি! যে নিজেকে নিজেকেই দাড় করাতে পারে, সে অন্যকে কি উপকার করবে!

এবার আসি তৃণমূলে বিশেষভাবে একটু পশ্চাৎপদ এলাকায়। সেখানকার রাজনৈতিক ভাবনা ও চাহিদা বা ধারণা কেমন।

গ্রাম-গঞ্জে যাবেন, দেখবেন মানুষের কি কি চাহিদা, তাদের কাছে রাজনীতিটা কি, কেমন তা বোঝা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নানান অভিযোগ। বিশেষ করে স্থানীয় এম.পি’র উপর, এই রাস্তা ভাঙ্গা, ঐ কবরস্থানের প্রাচীর হয়নি। মসজিদের গেট হয়নি, নানান অভিযোগের ভিতর বেশীর ভাগই থাকে অবকাঠামোমূলক উন্নয়নের কথা। অনেকেই এর জন্য স্থানীয় এম.পি. কেই দায়ী করে থাকেন।

একদিন এক গ্রামে এক উঠান বৈঠকের সময় বলেই আমি ফেললাম, আচ্ছা আপনার যেসব উন্নয়নের কথা বলছেন এগুলো কি একজন এম.পি’রই একমাত্র কাজ? এগুলোর জন্য তো স্থানীয় সরকার আছেন, যেমন; জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ। এগুলো তো তাদেরও কাজ। আমাকে একজন প্রশ্ন করলো, তাহলে এম.পি’র কাজ কি?

একজন এম.পি একজন প্রধান অভিভাবক, আইন প্রণেতা। তিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান ও সেই স্বপ্নের রূপকল্প তৈরী করেন এবং বাস্তবায়ন করেন। যুবকদের নতুন দিনের জন্য প্রস্তুত করা, তাদেরকে U-Turn করানো যেমন; বিশ্ব আজ IT যুগে। তাদেরকে সেভাবে প্রস্তুত করা, আমরা কোন পথে হাটবো সেই পথ প্রদর্শন করা। সমাজের মৌলিক সমস্যা নির্ণয় করে সেগুলো সমাধানের পথ বের করা, টার্গেট দেওয়া যে আগামী ৫ বছর আমরা এই পর্যন্ত, ১০ বছর আমরা ঔ পর্যন্ত যাবো। যেমন; বেকারত্ব একটি সমস্যা কিভাবে তা রোধ করা যায়, এরকম অসংখ্য মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া। সামাজিক ব্যাধী দূর করে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা। হুম, ধরুন যদি কোন ব্রীজ ভাঙ্গা, বিশেষ মেরামত দরকার তার জন্য জনস্বার্থে দ্রুত ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেওয়া। কেবল; বাহ্যিক অবকাঠামোমূলক উন্নয়নই (visible infrastructure development) একজন এম.পি’র কাজ নয়। অদৃশ্য অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন (invisible infrastructure development) কাজের কতটুকু অগ্রগতি তার উপর নির্ভর করে একজন এম.পি’র সফলতা।
একজন এম.পি’র সফলতা নির্ণয় করা যায় তিনি কতটুকু সমাজকে এগিয়ে নিতে পেরেছেন, শুধু মাচায় বসে চা খাওয়ায় এম.পি’র কাজ না।

সময় বদলাচ্ছে, রাজনীতি গতিধারাও বদলাচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের রাজনৈতিক ধারা, আদি ধারায় চর্চা, সেই ৯০- ২০০০ দশকের ট্রেন্ড এখন ২৬ এ আর চলবে না। পুরানো ধারা, পুরানো একঘেয়ে চর্চা এই প্রজন্ম গিলছে না। অবশ্যই আমাদের নতুনত্ব আধুনিক ও যুগোপযোগী মেধার চর্চার দিকে এগুতে হবে।

“ধর, মার” শ্লোগান থেকে বের হতেই হবে। শুধুই মিছিল মিটিং করে কেবল পুরানো রুটিন ওয়ার্ক করে রাজনীতি আর টিকবে না। এই ধারা চলমান রাখতে গিয়ে বড় বড় দলকেও হোচট খেতে দেখা গেলো। অতীত থেকে শিক্ষা না নেওয়ায় শুধুমাত্র পুরানো ধাচের রাজনীতি করতে গিয়ে ইতিমধ্যে বড় ধাক্কা খেয়ে গেছে। রাজনৈতিক চর্চায় আধুনিক ভাবধারা যুক্ত করতে না পারলে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

দলের কর্মী মানে আদম সাপ্লাইয়ার নয়, যে লোকজন জোগাড় করে মিছিল করো আর প্রয়োজনে লাঠি ধরো। দলের কর্মীদের শুধু মিছিল করিয়ে বিদায় দিলে কাজ হবে না। দলের কর্মীদের প্রত্যেককে এক একটা মানব সম্পদে রুপান্তর করতে হবে। তাদের কাজে দক্ষতা নেয়া পেশাদার বানাতে হবে, যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে দলীয় নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে।

এখন কর্মীদের যেমন রাস্ট্রবিজ্ঞানের বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে, নতুন বিশ্বকে চিনতে হবে, তেমনি জানতে হবে ইতিহাস-বিজ্ঞান-ইকোনমিকস-আইসিটি-বিশ্ব রাজনীতি- অর্থনীতি ও যুদ্ধ কৌশল ইত্যাদির মিনিমান ধারণাটুকু। আর নেতাদের তো এগুলোর উপর দক্ষতা মাস্ট। যে যতো বড় নেতা, তার জ্ঞানের উচ্চতা থাকতে হবে ততই বেশী।

তাছাড়া নিজেদের সময় সময় সংষ্কার করা, ভুলগুলোর জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও আধুনিকায়নের মাধ্যমেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, মানুষের পালস বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, কথা বলতে শেখা, কনভিন্স পাওয়ার আয়ত্ত্ব করা জানতেই হবে।

শিক্ষিত সৎ দেশপ্রেমিকদের জন্য রাজনৈতিক পথ সুগম করা খুব জরুরি। বর্তমান আইসিটি যুগে সাইবার ফাইটে পরাজয় মানে যুদ্ধে অর্ধেক পরাজয়। টেকনোলজি, টেকনিক্যাল, সাহসী ম্যানপাওয়ার যার, জয় তার।

রাজনৈতিক আদর্শ – আদর্শের উপর গড়ে উঠে একটা রাজনৈতিক দল তেমনি চর্চার উপর নির্ভর দলের সমৃদ্ধি অগ্রগতি। সময়ের সাথে সাথে চর্চার পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন হয়। চর্চায় পরিবর্তন মানে আদর্শের পরিবর্তন না।

আদর্শ ঠিক রেখে
আগামীর রাজনীতির ধারা হোক
পরিবর্তনের, প্রজন্মের, স্বপ্নের ও বুদ্ধিমত্তার।

politics of change, politics of hope and politics of dream, politics of intellectuals.

জেলা পরিষদের প্রশাসককে মহিলা নেত্রীদের শুভেচ্ছা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিলটনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী রোমানা আহমেদ।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন এবং জেলার সার্বিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, পৌর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সালমা খাতুন, ইউনিয়ন বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও মহিলা দলের সদস্য রাকিবা, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর ও পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মনোয়ারা খাতুন, মহিলা দলের সদস্য চায়না খাতুন পপি, ২ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের সেক্রেটারি রওশনারা, ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক পেয়ারা, সাবেক মেম্বার রাকিবা, জ্যোতি, কনা, নাজু, জাকিয়া, চায়না, লায়লা, সুজাতা সেনসহ আরও অনেকে।

সাক্ষাৎ শেষে দলীয় নেতাকর্মীরা আগামী দিনে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।